"বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন-২০১৭"

যেহেতু "Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule 1 of Rules of Business, 1996) (Revised up to December 2014) অনুযায়ী Zoological Research, Zoological gardens and Zoological surveys" বিষয়টি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপর অর্পিত বাংলাদেশে সরকারী পর্যায়ে কেবল ঢাকা ও রংপুর চিড়িয়াখানা দুইটি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত। কিন্তু উক্ত চিড়িয়াখানাসহ অন্যান্য চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন আইন, বিধি বিধান নাই;

যেহেতু World Association of Zoo & Aquarium (WAZA) এর সদস্য পদ অর্জনের জন্য এবং চিড়িয়াখানার ব্যবহারের জন্য বিপন্ন (Endangered) বন্য প্রাণি আমদানী রপ্তানীর ক্ষেত্রে চিড়িয়াখানা আইনের প্রয়োজন হয়।

যেহেতু এই আইন প্রণয়ন কালে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত International Union of Conservation of Nature (IUCN), Convention on International Trade of Endangered Species of Flora & Fauna (CITES), World Association of Zoo & Aquarium (WAZA) এর বিধি যথাযথভাবে অনুসরন করা হইয়াছে;

সেহেতু, এতদ্বারা বাংলাদেশে চিড়িয়াখানা স্থাপন এবং চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ প্রাণী (Captive Wild Animal) সংরক্ষন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে নিম্নরূপ আইন করা হইল -

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন ঃ

ক) এই আইন "বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন- ২০১৭" নামে অভিহিত হইবে;
খ) এই আইন অবিলম্বে সমগ্র বাংলাদেশে প্রয়োগ ও কার্যকর হইবে;

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কিছু না থাকিলে এই আইনে-

ক) "চিড়িয়াখানা" অর্থ প্রাণী উদ্যান বা আবাসস্থল, যেখানে আবদ্ধ প্রাণী বিনোদন, প্রদর্শন, গবেষণা, সংরক্ষণ ও শিক্ষার জন্য প্রতিপালন করা হয় এবং যেখানে জনগণ সরকারী বিধি বিধান পরিপালন সাপেক্ষে প্রবেশ করিতে পারে।

খ) "আবদ্ধ প্রাণী" অর্থ আবদ্ধ বা আটক বা বন্দী অবস্থায় বাচ্চার জন্ম দেয় ঐরূপ প্রাণী।

গ) "খাঁচার পাখি ও পোষা পাখি" অর্থ যে সকল পাখি প্রচলিত পদ্ধতিতে ছোট খাঁচায় প্রতিপালন করা হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে খাঁচাতেই তাদের প্রজনন ঘটে, ফলে তাদের মূল কৌলিক বৈশিষ্ট্যের কিছুটা পরিবর্তনের ফলে তারা গৃহপালিত পাখির ন্যায় আচরণ করে।

ঘ) " সংরক্ষণ" অর্থ আবদ্ধ প্রাণী রক্ষায় ইহাদের টেকসই ব্যবহার ও প্রতিপালন এবং ইহাদের আবাসস্থলের সংরক্ষণ, পুনরুদ্ধার ও উন্নয়ন।

ঙ) "নিত্যতা প্রজনন" (Conservation Breeding) অর্থ স্বাভাবিক মিলন, কৃত্রিম প্রজনন ও ভ্রুণ স্থানান্তরের মাধ্যমে আবদ্ধ প্রাণীর বংশবৃদ্ধি।

চ) " খাঁচা বা বেস্টনী " অর্থ চিড়িয়াখানায় প্রাণীর জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত আবাসস্থল।

ছ) " দান/অনুদান " অর্থ বিনা মূল্যে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে CITES কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে আবদ্ধ প্রাণী প্রদান করা।

জ) "বিনিময়" অর্থ একপক্ষ কর্তৃক প্রাণী প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে অন্যপক্ষ কর্তৃক CITES কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে প্রাণী প্রদান।

ঝ)"ক্রয়/বিক্রয়" অর্থ- অর্থের বিনিময়ে এক পক্ষ কর্তৃক অন্য পক্ষকে CITES কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে আবদ্ধ প্রাণী প্রদান/গ্রহণ বুঝাইবে।

ঞ) "ট্রফি" অর্থ জীবিত বা মৃত, আবদ্ধ প্রাণীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অথবা যে কোন টেকসই অংশ, যা প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে ব্যবহারযোগ্য বা সংরক্ষণযোগ্য।

ট) "মহা-পরিচালক" অর্থ মহা-পরিচালক, প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কে বুঝাইবে।

ঠ) "বন্ধ দিবস" অর্থ যে দিবসে দর্শনার্থী/সর্বসাধারণের জন্য চিড়িয়াখানায় প্রবেশ বন্ধ থাকিবে।

ড) "সরকার" বলতে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়কে বুঝাইবে।

৩। মহা-পরিচালকের ক্ষমতাঃ

ক) এই আইনের অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা মহা-পরিচালকের উপর ন্যস্ত হইবে।

খ) উপ-ধারা ক-তে বর্ণিত ক্ষমতা মহা-পরিচালক তাঁহার অধীনস্থ কোন কর্মকর্তাকে প্রদত্ত ক্ষমতার সকল অংশ বা প্রদত্ত ক্ষমতার যে কোন অংশ ন্যস্ত করিতে পারিবেন।

৪। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের কার্য পরিধি ঃ এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিদপ্তরের কার্য পরিধি নিম্নরূপ হইবে:

ক) এই আইন ও তদাধীন প্রণীত বিধির দ্বারা চিড়িয়াখানাগুলির কার্যক্রম নিরূপণ ও মূল্যায়ন;

খ) নিত্যতা প্রজনন (Conservation Breeding) সংক্রান্ত কার্যাদি;

গ) প্রজননের জন্য চিড়িয়াখানাসমূহের মধ্যে প্রাণী বিনিময় ও ধার বিনিময় কার্যাবলীর সমন্বয় সাধন;

ঘ) অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে চিড়িয়াখানায় কর্মরত জনবলের প্রশিক্ষণ সমন্বয় কার্যক্রম;

ঙ) বিজ্ঞান সম্মত চিড়িয়াখানার উন্নয়ন ও সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য কারিগরী ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

চ) চিড়িয়াখানায় ব্যবহারের জন্য আবদ্ধ প্রাণী দান/অনুদান ও ট্রফি দান/অনুদান বা ক্রয়ের বা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন বিধিমালা ও প্রটোকল অনুসরন এবং সরকারের সম্মতিক্রমে অনুমোদন;

৫। চিড়িয়াখানার স্বীকৃতি ঃ এই আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশ এবং সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কোন চিড়িয়াখানাকে সরকারী চিড়িয়াখানা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।

৬। ক) "চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা কমিটি" গঠন ঃ সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে "চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা কমিটি"

গঠন করিবেন। উক্ত কমিটি নিম্নোক্ত সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে এবং সরকার কর্তৃক নিয়োগ প্রাপ্ত হইবেনঃ

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী/উপদেষ্টা	সভাপতি
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব	সহসভাপতি
প্রধন বনসংরক্ষক, বন অধিদপ্তর	সদস্য
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব/অতিরিক্ত সচিব	সদস্য
সরকার কর্তৃক মনোনীত সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ০২ (দুই) জন	সদস্য
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক	সদস্য-সচিব

খ) চিড়িয়াখানা উপদেষ্টা কমিটির কার্যপরিধি ঃ কমিটি সাধারণতঃ কারিগরি পরামর্শ এবং চিড়িয়াখানা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নে বর্ণিত কার্যাবলীও পরিচালনা করিবেন ঃ

(১) চিড়িয়াখানায় দর্শনার্থী প্রবেশ ফি নির্ধারণ;

(২) চিড়িয়াখানার প্রাণীদের আবাসস্থলের ন্যূনতম স্টান্ডার্ড/উচ্চতম মান নির্ধারণ, পরিচর্যা, ভেটেরিনারি কেয়ার;

(৩) পরিচালনার মান এবং কার্যাবলীর মূল্যায়নপূর্বক উন্নয়নের জন্য কারিগরী পরামর্শ প্রদান;

(৪) আবদ্ধ অবস্থায় চিড়িয়াখানাতে কি কি জাতীয় প্রাণী এবং তাদের আয়ুষ্কালের কত বৎসর পর্যন্ত প্রদর্শন উপযোগী হইবে সে বিষয়ে পরামর্শ প্রদান;

(৫) চিড়িয়াখানার কর্মকর্তা এবং প্রাণী পরিচর্যাকারীদের জন্য অভ্যন্তরীণ/বৈদেশিক প্রশিক্ষণের বিষয়ে পরামর্শকের ভূমিকা পালন;

(৬) প্রজননের জন্য প্রাণী সংগ্রহ, বিনিময় এবং অন্য উৎস হতে প্রাণী ধার নেওয়ার ক্ষেত্রে সমন্বয়কের ভুমিকা পালন করিবেন;

(৭) সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং বিজ্ঞান ভিত্তিক ক্রমউন্নতি ও বিকাশের জন্য সকল প্রকার কারিগরী পরামর্শ প্রদান;

(৮) প্রতি বছর প্রতিটি চিড়িয়াখানার বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম এবং আয়/ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা;

(৯) চিড়িয়াখানার উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত দৈনন্দিন বিষয়ক গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রমের সমন্বয় সাধনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;

(১০) চিড়িয়াখানা পরিচালনার জন্য কারিগরী জ্ঞান এবং ভৌত সুবিধাদি নিশ্চিত করা;

গ) কার্য পদ্ধতি ঃ সভাপতি/চেয়ারপারসনের পরামর্শক্রমে সদস্য সচিব প্রতি ৬ (ছয়) মাস পর পর সভা আহ্বান করিবেন। তবে প্রয়োজনবোধে বিশেষ বা জরুরী সভাও আহবান করা যাইবে এবং সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন। বোর্ডের সকল আদেশ/সিদ্ধান্তসমূহ সরকার কর্তৃক অনুমোদনের পর সদস্য সচিব সকল চিড়িয়াখানায় সেগুলি বাস্তবায়ন করিবে।

(ঘ) কমিটির মেয়াদঃ কমিটির মেয়াদ হইবে ৫ (পাঁচ) বৎসর। তবে কোন সদস্য লিখিতভাবে সভাপতির নিকট আবেদন করিয়া সদস্য পদ ত্যাগ করিতে পরিবেন।

৭। চিড়িয়াখানা ব্যবস্থাপনায়ঃ